

## মজলিস খোদামুল আহমদীয়া হল্যান্ডের ১২৫-এর অধিক সদস্যের সাথে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করলেন পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)



বিশ্ব যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি, তখন আহমদী মুসলমানদেরকে দোয়ার দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানালেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

৩০ আগস্ট ২০২০ মজলিস খোদামুল আহমদীয়া হল্যান্ডের ১২৫-এর অধিক সদস্যের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হযরত আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে ঈমান-উদ্দীপক এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ আলমেরে (Almere)-তে অবস্থিত বায়তুল আফিয়াত মসজিদের নিকট হেট উইটে হইস (Het Witte Huis) বা হোয়াইট হাউস নামের এক কনফারেন্স সেন্টারে আসন গ্রহণ করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যার পরে একটি ধর্মীয় কবিতা (নযম) আবৃত্তি করা হয়। ঘণ্টাব্যাপী সভার বাকি অংশে মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ হযরত আকদাসের নিকট তাদের ধর্ম, বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদির উপর বেশ কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

সভায়, হযরত আকদাসের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ছিল, পিতা-মাতাদের পক্ষে ছোট শিশুদের মনে খোদা তা'লার বিশ্বাস সৃষ্টি করার সর্বোত্তম উপায়; মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন; কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে কৃষি এবং পশুপালনে গতি সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা প্রভৃতি। আর এর পাশাপাশি হযরত আকদাসকে তাঁর নিজ যৌবনকালের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

অল্প বয়স্ক শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণের যথাযথ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, একজন শিশুর নৈতিক প্রশিক্ষণের সূচনা তার জন্ম থেকেই হওয়া উচিত। এজন্য মহানবী (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন একজন মুসলমান শিশুর জন্ম হয়, তখনই তার কানে আযান এবং ইকামত

(নামাযের আহ্বান) যেন উচ্চারণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর নাম যেন জন্ম লগ্নেই তার কানে প্রবেশ করে। সুতরাং, এক শিশুর নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়, আর তাই ভাববেন না যে, এক ছোট শিশুর কোন কিছু অনুধাবনের ক্ষমতা নেই।”



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“শিশু যত বড় হয়, তাকে বুঝান যে, তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে তা আল্লাহ তা’লা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য প্রদান করেছেন এবং তাঁর কাছেই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আপনাদের উচিত তাদেরকে যথাসাধ্য নামাযে উৎসাহিত করা। আবার একই সাথে ছোট শিশুর উপর এমন চাপও সৃষ্টি করা উচিত নয়, যা তার মনে উৎকর্ষার সঞ্চার করে। তাদের সাথে ভালোবাসা ও কোমলতাপূর্ণ আচরণ করুন। মূল বিষয় এটি স্মরণ রাখা যে, কেউ শৈশবে যা শিখে থাকে, অধিকাংশ সময় সেগুলোই সারা জীবন স্থায়ী হয়।”

সম্প্রতি ইসরায়েলকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান-পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“এখানে মূল বিষয় হল সকল পক্ষের উদ্দেশ্য। যদি তাদের উদ্দেশ্য সং ও আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে এমন যে কোন বিষয়, যা শান্তি বয়ে আনে, তা কল্যাণকর। যাহোক, এগুলো রাজনীতির বিষয়, আর আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের সর্বদা দোয়ার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। আমাদের ঐ সকলের জন্য দোয়া করা উচিত যারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত।”

হুযূর আকদাসকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়, কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে সকলের নিজেদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জোর চেষ্টা গ্রহণ করা উচিত কিনা।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“নিশ্চিতভাবে, যুক্তরাজ্যে, এখন যেহেতু তারা আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয়, এটি বিচক্ষণতার কাজ হবে যদি ব্রিটিশ সরকার কৃষি এবং পশুপালনকে উৎসাহিত করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদের ক্ষেত্রে, যদি তারা

একতাবদ্ধ থাকে এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে একে অপরের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখে, তবে এটি অবশ্যই তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। যাহোক, আমাদের দোয়া করা উচিত যে, অবশ্যস্বাভাবী অর্থনৈতিক বিপর্যয় যেন যুদ্ধবিগ্রহের দিকে মোড় না নেয়। খোদা না করুন, আর যদি কোন দিন কোন নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে যায়, তবে যতই কৃষিকাজ বা পশু পালন করা হোক না কেন, তা বৃথা হয়ে যাবে। তাই আমরা যখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার রহমত কামনা করি।”



ছয়ূর আকদাস আহমদীদের ভারসাম্যপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার বিষয়েও তাগিদ করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, যাদের সামর্থ্য আছে তাদের অর্গানিক খাবার খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর সবুজ পাতায়ুক্ত সবজী যেমন পালং শাক বা ক্যালো (kale-একটি বাঁধাকপি জাতীয় শাক) খাওয়া উচিত।

ক্লাসের শেষাংশে আহমদী মুসলিম যুবক হিসেবে তাঁর সময়ের কোনো বিশেষ স্মৃতি বর্ণনা করার জন্য ছয়ূর আকদাসের নিকট অনুরোধ করা হয়।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমার শৈশবের সেই সময়গুলো খুব স্মরণ হয়, যখন পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের উপর বড় রকমের কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। প্রতিবছর আমরা খোদ্দামের ইজতেমার (বার্ষিক যুব সম্মেলন) আয়োজন করতাম এবং আমরা ইজতেমা প্রাঙ্গনে ক্যাম্প করতাম। কিন্তু, আমাদের হাতে সত্যিকারের তাবু ছিল না, আর তাই আমরা বিছানার চাদর ব্যবহার করে আমাদের তাবু এবং ক্যাম্প প্রস্তুত করতাম! শিশু হিসেবে, আমরা ক্যাম্পিং করে ইজতেমাগাছে অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। প্রকৃত অর্থেই সেগুলো ছিল বিশেষ কিছু মুহূর্ত, যা আমি খুবই উপভোগ করতাম।”